দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...

বিতর্ক : কলেজ পর্যায়ে ঢালাওভাবে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করায় উ

উচ্চশিক্ষার যেটুকু মান অবশিষ্ট তাও আর থাকবে না

পক্ষে

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার মানের ক্রমাবনতি নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে। কলেজ থেকে অনার্স, মাস্টার্স পাস করা হাজার হাজার ছাত্র আজ বেকার। যাদের কাছ থেকে সমাজ কিছু পাওয়ার আশা করছিল তারাই আজ সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিসিএসসহ অন্যান্য পরীক্ষায় এই সমস্ত গ্র্যাজুয়েটরা মোটেও ভাল করতে না পারাই প্রমাণ করছে যে এখানে উচ্চশিক্ষার মানের কত অবনতি ঘটেছে।

আসলে এর পিছনে কলেজ পর্যায়ে ঢালাওভাবে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালুই প্রধানত দায়ী। এর পিছনে কিছু সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে। এক. উচ্চশিক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কলেজে দক্ষ শিক্ষকের তীব্র সঙ্কট। দক্ষ শিক্ষকের অভাবে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। দুই. আমাদের কলেজগুলোতে কোনরূপ বাছবিচার ছাড়াই শুধু কোর্সের খাতিরেই কোর্স খোলা হয়। বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ আছে কিনা তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু যে সমস্ত সাবজেক্টের কোন বাস্তব প্রয়োগ নেই তার কাছে সমাজ ভাল কি আশা করতে পারে? তিন. উচ্চশিক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হলো নিয়মিত অধ্যয়ন। আর এর জন্য দরকার পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সাধারণ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে তিন চার গুণ, কখনও বা তার চাইতেও বেশি ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। ছাত্ররা যেখানে বসার জায়গা পাচ্ছে না সেখানে উচ্চশিক্ষার কথা কল্পনাই করা যায় না। চার. উচ্চশিক্ষার জন্য দরকার ব্যাপক গবেষণা। কিন্তু আমাদের কলেজগুলোতে সেই সুযোগ নেই। গবেষণা ব্যতিরেকে ছাত্ররা কিভাবে উচ্চশিক্ষা আশা করতে পারে? পাঁচ. আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রই গরিব। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন সরকারী অনুদান ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য। আমাদের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই যেখানে বাজেটের অপ্রতুলতা সেখানে কলেজ পর্যায়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না। ছয়. সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি হলো উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু আমাদের দেশে যেনতেন কলেজগুলোতেই দেদারছে চালু করা হচ্ছে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স। যার ফলে ছাত্র সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে মাত্রারিক্ত। এই বিশাল সংখ্যার ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মানের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। সাত. সকল শিক্ষার্থীই চায় সঠিক সময়ে তার কোর্স শেষ করে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে, কিন্তু আমাদের দেশের কলেজগুলোতে লাগামহীনভাবে ছাত্র ভর্তি করার কারণে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সঠিক সময়ে প্রকাশ করতে পারছে না।

ফলে তিন বছরের কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে প্রায় সাড়ে চার বছর। তাছাড়া এর সঙ্গে সাধারণ সেশনজট তো আছেই।

এসব কারণে উচ্চশিক্ষার মানের যেমন চরম অবনতি ঘটছে তেমনি তা আমাদের দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই কলেজ পর্যায়ে ঢালাওভাবে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার যেটুকু মান অবশিষ্ট আছে তাও আর থাকবে না।

মোঃ ইউসুফ আলী
খুলনা

উল্টো প

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জা
উন্নত। আজকের বিশ্বে জা
আমেরিকা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
শিক্ষাকে তুলনা করা হয় ভাল বীজের সাথে
এলাকা নিয়ে ছড়ানো যাবে তার পুরো এ
ফসলে ভরে উঠবে। আর এ কারণেই ঐসব
বীজের মতো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হ
এমন কোন বড় শহর কিংবা জেলা নেই

বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সমগ্র ব্রিটেন
শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আর অর্ধসহস্র
একইভাবে সারা আমেরিকা জুড়ে
শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়।
পুরো বিশ্ব যখন প্রতিযোগিতায় টিকে
দিকে এগোচ্ছে ঠিক তখনই আমরা
দিকে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ব
বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহা
আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

The Daily Janakantha

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বাংলা

ফালাইটিস

ইত রোগের ঘটনা বাংলাদেশে কম
রিয়া ও ডেঙ্গু এই দু'টি রোগের
রি ভালভাবেই জানা আছে। এনোফে
কামড়ে ম্যালেরিয়া এবং এডিস
ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয় মানুষ। ডে
ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে এ
ক ধরনের। এতে আক্রান্ত হলে
র রক্তক্ষরণ হয় এবং তা আক্রান্ত ব
নের মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘ
জাপানী এনসেফালাইটিস। চাঁদপুর
মারা গেছে। ভয়ের বিষয় হলো যে,
গাক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে
গা রোগ ছড়ায় এ কথা আগে শোনা যা
বহু ধরনের এনসেফালাইটিস আছে।
তীয় রোগ এটি।
র্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৩
একটি খবরে বলা হয়েছে, এই কাল
হয়েছে। তবে কারও প্রাণহানি ঘটে
তাল থেকে পালিয়ে গেছে। যেভাবে
ছ তাতে নতুন করে আক্রান্তদের ভীত
প্রফেসর এম আমানুল্লাহ অবশ্য এই রে
বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আশ্ব
র্শিতের অবকাশ নেই। শুধু হাসপা
ঙ্গে চাঁদপুর গ্রাম থেকেও লোকজন পা
রর, বনাঞ্চলে গারোদের মধ্যে জা
সে সময় ১৮ ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। এ
হরপুরের রোগের বহুলাংশে মিল নেই ব
উদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন।
র প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। তাই স্বাস্থ্য প্রতিম
গ যখন ঘাতক হিসাবে আবির্ভূত হয় ত
ন কোন রোগকেই খাটো করে দেখা উচি
তো অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্য
ল্লেখ করা যায়। গত বছর ডেঙ্গুজ্বরে
ঋতু চলে আসার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে
পারে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে এ
য়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর দে
এক মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘট
কোপ ছিল বেশি। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যব
শোনা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে
রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার উপা